ROYAL BHUTAN POLICE

RBP/ICPU/Samtse/A-208/2024( )

Date:13.05.2024

Handover of Mr. [redacted] Dorji (alias [redacted] Wangdi) to His Father, Mr. [redacted] Wangdi

This is to handover Mr. [redacted] Dorji, aged 39, to his father, Mr. [redacted] Wangdi. Mr. [redacted] Dorji, also known by the alias [redacted] Wangdi, had been reported missing approximately in 2011/2012 and he was mentally unsound as well. He was under the care and treatment of the Shhraddha Rehabilitation Foundation of India in 2023.

On May 12, 2024, two officials from the Shhraddha Rehabilitation Foundation arrived at the Samtse Checkpost in efforts to locate Mr. [redacted] Dorji's family. With the assistance and dedication, we were able to locate Mr. [redacted] Dorji's brother, Mr. [redacted] Wangdi, and establish contact. Through Mr. [redacted] Wangdi, we were able to confirm that Mr. [redacted] Dorji's father, Mr. [redacted] Wangdi, works as a cook at Gyelsung project, Jamtsholing.

Following verification from the census department, it has been confirmed that his census name is [redacted] Dorji and his pet name is [redacted] Wangdi. He was born in 1985 to Mr. [redacted] Wangdi, who hails from Bidung, Tashigang, and later settled in Thimphu.

With these details in place, the ICP, Samtse is facilitating the handover of Mr. [redacted] Dorji to his father, Mr. [redacted] Wangdi, on May 13, 2024, in the presence of Mr. Samar Basak and Nikhilesh Sangada, the social worker from the Shhraddha Rehabilitation Foundation.

We express our sincere gratitude to Mr Samar and Nikhelesh and Shhraddha Rehabilitation Foundation in this process and extend our best wishes to Mr. [redacted] Dorji and his family for a smooth reunion and a bright future ahead.

Handed over by

Mr Samar

Mr Nikhelesh

Taken over by

Mr. Namgay Wangdi (Father)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
৩১ বৈশাখ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 14 May 2024 Tuesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

১৩ বছর পর বাবার কাছে ফিরল ছেলে

শুভ দত্ত

বানারহাট, ১৩ মে : ছেলে আর বেঁচে নেই, ধরেই নিয়েছিলেন বাবা নামগে ওয়াংদি। এক-দু'বছর তো নয়, দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে ছেলে ফোনসে ওয়াংদির কোনও খোঁজই পাননি তিনি। অবশেষে প্রায় ১৩ বছর পর একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের চেষ্টায় ফিরে পেলেন ছেলেকে।

কী ঘটেছিল প্রায় দেড় দশক আগে? তখন ফোনসের বয়স ছিল ২৩ বছর। তাঁদের বাড়ি ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে। একদিন ফোনসে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। খালি বাড়ি ছেড়ে নয়, দেশ ছেড়ে চলে আসেন তিনি। ঢুকে পড়েন ভারতে। ছেলের চিন্তায় আকুল নামগে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করলেও কোথাও খোঁজ পাননি। বাধ্য হয়ে একসময় তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, ছেলে হয়তো মারাই গিয়েছে। সেইভাবেই মানসিক প্রস্তুতিও নিয়ে নিয়েছিলেন তিনি।

এদিকে, ফোনসে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে যান চেন্নাইয়ে। সেখানে একটি রেস্তোরাঁয় কাজ করতেন। পরবর্তীতে করোনার জেরে লকডাউন শুরু হলে তিনি কর্মহীন হয়ে পড়েন। ভবঘুরে অবস্থায় চেন্নাইয়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাঁকে উদ্ধার করে। চেন্নাইয়েরই একটি মানসিক হাসপাতালে তাঁর প্রায় ছয় মাস চিকিৎসা চলে। এরপর মুম্বইয়ের শ্রদ্ধা রিহ্যাবিলিটেশন ফাউন্ডেশন নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ফোনসেকে মুম্বইয়ে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করায়। সেই সংগঠনের সদস্যদের হাত ধরেই ফোনসে সোমবার বাড়ি ফিরলেন।

সামসী ভুটানগেটে একসঙ্গে পিতা-পুত্র।

সংগঠনের তরফ থেকে সমর বসাক ও নিখিলেশ সাঙ্গাদা বলেন, 'মানসিকভাবে অসুস্থ অবস্থায় আমরা তাঁকে উদ্ধার করি। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর আমরা জানতে পারি, তাঁর বাড়ি ভুটানের থিম্পুতে। তারপরে খোঁজ নেওয়া শুরু হয়। এদিন স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও এসএসবি'র ১৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের সহযোগিতায় ফোনসেকে তাঁর বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

ছেলেকে ফিরে পেয়ে নামগের চোখের জল আর বাঁধ মানছিল না। বললেন, 'ছেলে আর বেঁচে নেই এটা মেনে নিয়েছিলাম। ছেলেকে ফিরে পেয়ে খুব খুশি।'

এসএসবি ১৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের সহকারী কমান্ডান্ট কেপি প্রসূনের কথায়, ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা যে মহৎ কাজ করেছেন তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না।

ETV BHARAT
15.05.2024

যেন সিনেমা ! বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ভারতে, 13 বছর পেল বাড়ি ফিরলেন ভুটানের শেওয়াং – Bhutanese Man Returns Home

By ETV Bharat Bangla Team

Published : 7 hours ago

13 বছর পেল ভারত থেকে বাড়ি ফিরলেন ভুটানের শেওয়াং(নিজস্ব চিত্র)

Bhutanese man returns home from India: ঠিক যেন সিনেমার গল্প । বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ভারতে চলে এসেছিলেন ভুটানের শেওয়াং ওয়াংদি । এরপর মানসিক ভারসাম্যহীনও হয়ে পড়েন । 13 বছর পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন থিম্পুর এই যুবক ।

জলপাইগুড়ি, 15 মে: এই ঘটনা সিনেমার গল্পকেও হার মানাবে । বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে ভারতে চলে এসেছিলেন ভুটানের এক নাগরিক । কোভিডের সময় কাজ হারিয়ে তিনি আবার মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন । স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে অবশেষে 13 বছর পর তিনি বাড়িতে ফিরলেন । থিম্পুর বাসিন্দা শেওয়াং ওয়াংদি । ছেলেকে পেয়ে আপ্লুত শেওয়াংয়ের বাবা ।

জানা গিয়েছে, থিম্পুর এক বেকারিতে কাজ করতেন শেওয়াং । 2011 সালে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে থিম্পু থেকে সামসি হয়ে ভারতে চলে আসেন তিনি । এরপর থেকে পরিবারের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি । চেন্নাইতে একটি হোটেলে কাজ করতে থাকেন তিনি । তাঁর পরিবারও ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার আশা ছেড়ে দেয় । এভাবেই চলছিল । তবে কোভিডের সময় শেওয়াং কাজ হারান । এরপরই তিনি মানসিক ভারসাম্য হারান । এরপর তিনি মুম্বইয়ের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সান্নিধ্যে আসেন । তাদের চেষ্টাতেই অবশেষে দেশে ফিরলেন শেওয়াং ।

মুম্বইয়ের শ্রদ্ধা রিহ্যাবিলিটেশন ফাউন্ডেশনের সদস্য সমর বসাক বলেন, "আমরা চেন্নাই থেকে ফেজকে উদ্ধার করি । তাঁর নাম ফেজ বলেই জানতাম । এরপর তাঁকে মুম্বইতে নিতে আসি । সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলে । তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছিলেন । ধীরে ধীরে চিকিৎসা করিয়ে আমরা ওঁর কাউন্সেলিং করে । প্রথমে নিজের নামটা বলতেই পারছিলেন না । পরে ধীরে ধীরে তাঁর নাম বলেন । তবে কোথায় তাঁর বাড়ি, সেটা বলতে পারেননি । এরপর আমরা ওর মুখ থেকে ভুটানের কথা জানতে পারি । তখনই জানা যায়, তাঁর বাড়ি ভুটানের থিম্পুতে ।"

সমর বসাক আরও বলেন, "আমরা কয়েক বছর ধরেই তাঁকে ভুটানে ফেরানোর চেষ্টা করছিলাম । তবে পারছিলাম না । আমাদের বলা হয়, সামসিতে ওর বাড়ি । এরপর আমরা ভারত-ভুটান সীমান্ত সামসিতে আসি । সেখানে খোঁজ করেও কিছু পাইনি । ওর বাড়ির ঠিকানা কোনও ভাবেই পাওয়া যাচ্ছিল না । কিন্তু বাড়ির যাওয়ার জন্য তিনি মুখিয়ে ছিলেন । এরপর তিনি আমাদের জানান যে, তাঁর বাড়ি থিম্পুতে । সেখানে এসএসবি-এর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি । ভুটানের ইমিগ্রেশন বিভাগের সঙ্গে কথা হয় । স্থানীয় সমাজসেবী রেজা করিম, রাজেশ প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ হয় । অবশেষে থিম্পুতে তাঁর বাবা নামগে ওয়াংদির খোঁজ পাওয়া যায় । তাঁর বাবা এসে দুই দেশের সরকারি নিয়মকানুন প্রক্রিয়া সারেন । এরপর নিজের দেশ ভুটানে ফিরে যান শেওয়াং ওয়াংদি ।"

এত বছর পর ছেলেকে ফিরে পেয়ে আবেগে ভাসলেন শেওয়াংয়ের বাবা নামগে ওয়াংদি । তিনি বলেন, 2011 সালে আমার ছেলে ভারতে আসে । তারপর থেকে তাকে আর পাওয়া যায়নি । আমরা ভেবেছিলাম সে আর নেই । সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম । অবশেষ তাকে পেলাম । খুব ভালো লাগছে । 13 বছর পর ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি ।"

বাড়ি ফেরার আনন্দে উচ্ছ্বসিত শেওয়াং ওয়াংদিও । তিনি বলেন, "বাবাকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে । ভুটান ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না । আমার খুব ভালো লাগছে ।"

চামুর্চির সমাজসেবী রেজা করিম ও রাজেশ প্রধান জানান, "থিম্পুর বেকারিতে বাবা ও ছেলে কাজ করতেন । 2011 সালে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান । তিনি ভারতে চলে আসেন কাজের জন্য । চেন্নাইয়ের হোটেলে কাজ করতে করতেই কোভিডের সময় তাঁর কাজ চলে যায় । ফলে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন । এরপর মুম্বইয়ের নিখিলেশ সাংরার মুম্বই রিহ্যাবিলিটেশন ফাউন্ডেশন তাঁকে চিকিৎসা করিয়ে ভালো করে তোলে । মুম্বই থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হয় । আমাদের সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করে । আমরাও এসএসবি ভুটান ইমিগ্রেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিই । ভুটানের প্রশাসন শেওয়াংয়ের বাবার খোঁজ করে তাঁকে সামসিতে ডেকে আনা হয় । এসএসবি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট কেপি প্রসূন খুব সহযোগিতা করেছেন শেওয়াংকে বাড়ি ফিরিয়ে দিতে । আমাদের খুব ভালো লাগছে এই কাজের অংশ হতে পেরে ।"

सिलीगुड़ी, मंगलवार
14 मई, 2024
नगर संस्करण *
मूल्य ₹ 5.00
पृष्ठ 14
दैनिक जागरण
www.jagran.com
पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से प्रकाशित

बाइडन ने कालेज परिसरों को सनकी जिहादियों के हवाले कर दिया है : ट्रंप 12 पीओजेके का निश्चित तौर पर भारत में विलय होगा : जयशंकर 12

तेरह वर्ष से लापता भूटानी युवक अपने पिता के साथ स्वदेश लौटा

संवादसूत्र, चामुर्ची : एक भूटानी नागरिक भारत में करीब 13 साल तक लापता होने के बाद सोमवार को अपने पिताजी से मिला। मुलाकात के दौरान बाप-बेटे ने एक दूसरे को गले लगाते हुए अपने स्नेह को व्यक्त किया। चामुर्ची चेक पोस्ट स्थित सामसे भूटान गेट पर भूटानी युवक को लेने उनके पिता नामघे वांगदी आए थे। भूटान की सभी प्रशासनिक एवं कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वह अपने बेटे फोन्से वांगदी को अपने घर ले गए।

उल्लेखनीय है कि 2011 में भूटान से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के पश्चात फोनशे वांगदी लापता हो गया था। उसके पिता द्वारा कई जगह तलाश के बाद भी अपने बेटे का कोई सुराग नहीं लगा सके। उन्हें लगा उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अचानक फिर से 13 वर्ष बाद उन्हें लापता हुए उनके बेटे को मिलने से उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। मुंबई के श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन के समाजसेवी समर बसाक एवं निखिलेश संगड़ा ने इस भूटानी युवक फोन्से वांगदी को लेकर मुंबई के श्रद्धा रिहैबिलिटेशन केंद्र से आए थे। जहां आज उन्होंने इस भूटानी युवक को सुरक्षित उनके पिता को सौंप दिया। श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन के समाजसेवी समर बसाक ने बताया कि यह भूटानी नागरिक अपने पिता के साथ भूटान की राजधानी थिंपू में किसी बेकरी में काम करता था। अचानक अपने पिताजी से अनबन होने के पश्चात यह युवक भारतीय सीमा में प्रवेश कर भाग गया। कई वर्षों तक दक्षिण भारत के चेन्नई में इस लड़के ने होटल में काम किया। कोविड महामारी के समय जब यह युवक रोजगार विहीन हो गया, तो मानसिक रूप से काफी बीमार पड़ गया। किसी ने इस लड़के को सड़क पर पड़ा हुआ मिला। एवं इस भूटानी नागरिक को चेन्नई के एक मानसिक अस्पताल में लाया गया।

भारत-भूटान सीमा पर पिता के साथ फोनशे वांगदी ● जागरण

✉email
janpath.news@gmail.com
जनपथ समाचार
Siliguri | Tuesday 14 May 2024 | 12 Page | सिलीगुड़ी | मंगलवार 14 मई 2024 | मूल्य : ₹ 5.00 वर्ष 42 अंक 236 RNI: 34394/82

13 वर्षों तक गुमशुदगी के बाद भूटानी युवक की हुई स्वदेश वापसी

- 2011 में पिता से झगड़े के बाद भारत में किया था प्रवेश
- मुंबई की सामाजिक संस्था के प्रयासों से फिर घरवालों से मिला

चामूर्चीं (संवाददाता)। भारत में करीब 13 सालों तक गुमशुदा रहने के बाद 36 वर्षीय एक भूटानी नागरिक आज अपने पिता से मुलाकात होने पर अपनी भावनाओं को नहीं रोक सका। इस मुलाकात के दौरान बाप-बेटे ने एक दूसरे को गले लगाते हुए अपना स्नेह व्यक्त किया। यह घटना किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है।

उल्लेखनीय है कि 2011 में भूटान से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के बाद फोनशे वांगदी नामक यह युवक लापता हो गया था। उनके पिता द्वारा कई जगह खोजने के बाद भी जब अपने बेटे का कोई सुराग नहीं मिला तो उन्हें लगा उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अचानक 13 वर्ष बाद फिर से अपने लापता बेटे से मिलने पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार, मुंबई के श्रद्धा रिहेबिलीटेशन फाउंडेशन के समाजसेवी समर बसाक एवं निखिलेश सांगड़ा ने इस भूटानी युवक फोनशे वांगदी को मुंबई के श्रद्धा रिहेबिलीटेशन केंद्र से लेकर आए थे। यहां आज उन्होंने इस भूटानी युवक को सुरक्षित उनके पिता को सौंप दिया। फाउंडेशन के समर बसाक ने बताया यह भूटानी नागरिक अपने पिता के साथ भूटान की राजधानी थिंपू में किसी बेकरी में काम करता था।

अचानक अपने पिताजी से अनबन होने के पश्चात यह युवक भारतीय सीमा में प्रवेश कर भाग गया। कई वर्षों तक दक्षिण भारत के चेन्नई में इस लड़के ने होटल में काम किया। कोविड महामारी के समय जब यह युवक रोजगार विहीन हो गया, तो मानसिक रूप से काफी बीमार पड़ गया। किसी को सड़क पर पड़ा हुआ मिलने के बाद वांगदी को चेन्नई के एक मानसिक अस्पताल लाया गया। वहां 6 महीने तक रखने के बाद युवक को मुंबई में श्रद्धा रिहेबिलीटेशन फाउंडेशन में उपचार के लिए लाया गया। वहां डॉक्टर भरत वाटवानी की निगरानी में धीरे-धीरे इस युवक की मानसिक स्थिति पहले से बेहतर हुई। इसी दौरान, काउंसलिंग में युवक ने बताया उनका घर भूटान के थिंपू शहर में है। बसाक के अनुसार, गत वर्ष भी फाउंडेशन की ओर से युवक को सामसे भूटान आकर उसके परिवार से मिलवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भली-भांति परिजनों के नाम-पता न बता पाने के कारण उसमें सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इस बार चामूर्ची चेकपोस्ट के सशस्त्र सीमा बल की 17वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट केपी प्रसून एवं उनके सहयोगी अधिकारियों, चामूर्ची आउटपोस्ट के पुलिस अधिकारी, स्थानीय समाजसेवी रेजा करीम सहित अन्य लोगों की सहयोग से आज 13 वर्षों से लापता इस भूटानी युवक की अपनी स्वदेश वापसी हुई है। यह काफी खुशी की बात है।

आज चामूर्ची चेक पोस्ट स्थित सामसे भूटान गेट पर भूटानी युवक को लेने उनके पिता नामघे वांगदी आए थे। भूटान की सभी प्रशासनिक एवं कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वह अपने बेटे फोनशे वांगदी को अपने घर ले गए।